প্রথম আলো

তারিখ ... 22 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলন

বেতনকাঠামো প্রত্যাখ্যান প্রতিবাদ কর্মসূচি রোববার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

প্রস্তাবিত অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোকে 'বৈষম্যমূলক' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। বেতনকাঠামো পুনর্নির্ধারণ করার দাবিতে সমিতি রোববার প্রতিবাদ কর্মসূচি দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবিত বেতনকাঠামো প্রত্যাখ্যান ও প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল। তিনি বলেন, ফরাসউদ্দিন কমিশন বেতনকাঠামোয় শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন করার মতো প্রস্তাব রেখেছে। আর সচিব কমিটি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজেদের সুবিধা নিশ্চিত করে অন্যদের জন্য বৈষম্যের ব্যবস্থা করেছে। এই বেতনকাঠামোতে শিক্ষকদের অবস্থান আগের থেকে দুই ধাপ নামিয়ে আনা হয়েছে। এটা অত্যন্ত অবমাননাকর।

সংবাদ সম্মেলনে সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা জ্যেষ্ঠ সচিবদের সমান, অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা পদায়িত সচিবদের সমান ও বাকিদের পর্যায়ক্রমিকভাবে বেতন-ভাতা নির্ধারণ, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মতো গবেষণা ভাতা, বই ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা, সরকারি কর্মকর্তাদের মতো গাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া বেতনকাঠামো অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের পদমর্যাদা নিশ্চিত করা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদমর্যাদা মুখ্য সচিব বা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সমান এবং শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রবর্তনের দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, কমিশন কি স্বাবলম্বী হওয়ার নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ বেতন ধার্য করে দরিদ্র অভিভাবকদের মেধাবী সন্তানের শিক্ষাজীবন রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? প্রথম কমিশনের প্রস্তাবিত ১৬টি বেতন স্কেলের/গ্রেডকে গ্রহণ না করে আগের মতো ২০টি গ্রেড রেখে দিয়ে এর বাইরে দুটি নতুন পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

মাকসুদ কামাল বলেন, সচিবেরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব করে বেতনকাঠামোর গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করেছেন। তাই এই বেতনকাঠামো তাঁদের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রস্তাবিত বেতনকাঠামো প্রত্যাখ্যান করে ২৪ মে বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধনের ঘোষণা দেন তিনি।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রস্তাবিত বেতনকাঠামোতে অযৌক্তিকভাবে শিক্ষকদের নিচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যা অবমাননাকর।

সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আখতারুজ্জামান, বর্তমান কমিটির সহসভাপতি হাসিবুর রশিদ, নীল দলের আহ্বায়ক নাজমা শাহীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।